সংবাদ

তারিখ 6 JUN 2010
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

৯৬টি বেসরকারি বিএড কলেজে নিয়মনীতি উপেক্ষা করা হচ্ছে

❑ সনদ বাণিজ্যের দায়ে ৩২টিকে শোকজ

রাকিব উদ্দিন

নিয়মনীতি উপেক্ষা এবং টাকার বিনিময়ে বিএড (ব্যাচেলর অফ এডুকেশন) সনদ বিক্রির দায়ে ৩২টি বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজকে (টিটিসি) শোকজ বা কারণ দর্শানো নোটিশ দিয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। শিগগিরই এসব কলেজ বন্ধের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। দেশের ১০৬টি বেসরকারি টিটিসি'র মধ্যে ৮/১০টি ছাড়া বাকিগুলো সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কোন নিয়মনীতি অনুসরণ করছে না। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় দেশব্যাপী এসব প্রতিষ্ঠান সনদ বাণিজ্যে লিপ্ত রয়েছে বলে অভিযোগ। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় আলাদা আলাদা তদন্ত করে বেসরকারি টিটিসি'গুলোর বিরুদ্ধে নানা ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি ও সনদ বাণিজ্যের প্রমাণ পেয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

অন্যদিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তারা বলেছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত মনিটরিং (তদারকি) এবং বিএড কোর্স সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন সিলেবাস না থাকায় বেসরকারি বিএড কলেজগুলো সনদ বাণিজ্যের সুযোগ পাচ্ছে।

শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান 'সংবাদ'কে বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক বেসরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোর বিরুদ্ধে তদন্ত করে টাকার বিনিময়ে সনদ বিক্রিসহ নানা ধরনের অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছেন। অবৈধভাবে চলা এবং ভুয়া টিটিসি'গুলো বন্ধের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলেও তিনি জানান। তিনি বলেন, কোন বিএড কলেজকেই আর সনদ বিক্রি করতে দেয়া হবে না।

শিক্ষা সচিব অবৈধ টিসিসি'র বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার ঘোষণা দিয়ে বলেন, অধিকাংশ বেসরকারি বিএড কলেজের বিরুদ্ধেই বিস্ময়কর অভিযোগ আসছে। তিনি বলেন, ভুয়া প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আরও জোরালো ব্যবস্থা নেয়ার করণীয়তা নির্ধারণে শিগগিরই মন্ত্রণালয়ে মতবিনিময় সভা আহ্বান করা হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ১৯৯৮ সাল থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বেসরকারি টিটিসি'গুলো চালাচ্ছে বিএড কোর্সের নামে সনদ বাণিজ্য। ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা দিয়ে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেই এক বছর পর সনদ ধরিয়ে দেয়া হয়। আর ভুয়া সনদ নিয়ে শিক্ষকরা নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতির কলেজে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৬

কলেজে : নিয়মনীতি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

জন্য নানাভাবে তৎপরতা চালাচ্ছেন। ভুয়া সনদধারী শিক্ষকদের পদোন্নতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের টাকা গচ্ছা দিতে হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) এক উপ-পরিচালক 'সংবাদ'কে বলেন, ডিআইএ'র তদন্ত দল যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন, সেগুলোর প্রায় প্রত্যেকটিতে একাধিক ভুয়া সনদধারী শিক্ষকের সন্ধান পাওয়া গেছে।

সংশ্লিষ্টরা জানায়, প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিমালার ন্যূনতম অনুসরণ না করা, টাকার বিনিময়ে সনদ বিক্রি, অবকাঠামোগত সুবিধা না থাকা ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় অদক্ষতার দায়ে এপ্রিলের ১২ তারিখে ৩৮টি বেসরকারি বিএড কলেজকে লাল তালিকাভুক্ত করেছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর সার্বিক কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশও দেয়া হয়েছিল; কিন্তু রহস্যজনক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবৈধ টিটিসি'র বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে গড়িমসি করছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা 'সংবাদ'কে জানান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ড. আবু রায়হানের নেতৃত্বে একটি চক্র বেসরকারি টিটিসি'গুলোর মালিকদের নানাভাবে মদদ দিচ্ছে। তিনি লাল তালিকাভুক্ত টিটিসি'গুলোকে রক্ষায় মরিয়া তৎপরতা চালাচ্ছেন বলেও সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন।

বেসরকারি টিটিসি মালিকদের মদদ দেয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ড. আবু রায়হান। এ বিষয়গুলো নিজের দেখার বিষয় নয় উল্লেখ করে তিনি 'সংবাদ'কে বলেন, অবৈধ বিএড কলেজগুলোর বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে তা জানতে কলেজ পরিদর্শক ড. মো. আনোয়ার হোসেনকে চিঠি দিয়েছি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক ড. মো. আনোয়ার হোসেন 'সংবাদ'কে বলেন, মে মাসের শেষের দিকে নানা অনিয়মের দায়ে ৩২টি বেসরকারি বিএড কলেজকে শোকজ নোটিশ দেয়া হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানকে ১৫ দিনের মধ্যে কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে। কারণ দর্শাতে ব্যর্থ হলে এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও তিনি জানান।

তিনি আরও বলেন, বেসরকারি টিটিসি'গুলো কার্যত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে ক্লাস না করেই বিএড সনদ পাওয়া যায়। অবকাঠামোগত সুবিধা বলতে কিছুই নেই এসব প্রতিষ্ঠানে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, টাকার বিনিময়ে সনদ পাওয়ার সুযোগ থাকায় বিএড প্রার্থীরা এখন সরকারি টিটিসি'গুলোতে ভর্তি না হয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে ঝুঁকছে। ১৯৯৮ সালে দেশে বেসরকারি টিটিসি'র কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর ২০০৮ সাল নাগাদ দশ বছর সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলোতে প্রশিক্ষার্থীদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে কমে যায়। ২০০৮ সালে সরকারি টিটিসি'তে প্রশিক্ষার্থীর শতকরা হার ছিল ২২ ভাগ। পরে চাকরি ক্ষেত্রে বেসরকারি বিএড সনদের কদর কমতে থাকায় ২০০৯ সাল থেকে সরকারি বিএড কলেজে প্রশিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। ২০০৯ সালে সরকারি টিটিসি'তে প্রশিক্ষার্থীর শতকরা হার বেড়ে দাঁড়ায় ৩৩ ভাগ এবং ২০১০ সালে আরও বেড়ে হয় ৫০ ভাগ।

সূত্র মতে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসরণ করতে না পারায় ইতোমধ্যেই মালিকপক্ষ থেকেই চাঁদপুরের সেকান্দর শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া টিচার্স ট্রেনিং কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ আইডিয়াল কলেজ অফ এডুকেশন, নোয়াখালীর জিয়া এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, কুমিল্লার ময়নামতি বিএড কলেজ এবং রাজধানীর মোহাম্মদপুর শেখ জামাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ কর্তৃপক্ষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শন কর্মকর্তাদের তদন্ত কাজে কোন সহযোগিতা করছে না বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য মতে, যে ৩২টি প্রতিষ্ঠানকে লাল তালিকাভুক্ত করে কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়েছে, সেগুলো হলো- নরসিংদীর ন্যাশনাল কলেজ অফ এডুকেশন, পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, জামালপুরের রেঁনেসা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, যশোরের উপশহর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, মুন্সী মেহের উল্লাহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, বাগ আঁচড়া টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং যশোর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, পাবনা বিএড কলেজ, বগুড়া বিএড কলেজ, চট্টগ্রামের চিটাগাং কলেজ অফ এডুকেশন, সিটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং পরশপাথর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কক্সবাজার টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, মাগুরা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা মহানগর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, বাগেরহাটের ড. মিয়া আব্বাস উদ্দিন টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, খানজাহান আলী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং বেলায়েত হোসেন বিএড কলেজ, ঝিনাইদহের বিদ্যাসাগর টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, কুষ্টিয়া টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রংপুর আদর্শ বিএড কলেজ, বগুড়ার শহীদ মোনায়েম হোসেন বিএড কলেজ, কুমিল্লার এডুকেশন কলেজ, কুমিল্লা বিএড কলেজ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ টিচার্স ট্রেনিং এন্ড রিচার্স (বিটার), কুমিল্লা মডেল এডুকেশন রিসার্চ সেন্টার, কুমিল্লা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, খুলনার আমিরুল ইসলাম কাগজী টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, সাতক্ষীরার রহিম এজাহার মেমোরিয়াল বিএড কলেজ এবং সুন্দরবন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, খুলনার সারোয়ার খান টিচার্স ট্রেনিং কলেজ।

বেসরকারি বিএড কলেজগুলোর নানা ধরনের অনিয়ম সম্পর্কে জানতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহর সঙ্গে টেলিফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।